ASIAN UNIVERSITY FOR WOMEN

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১২

মিডিয়া সংক্রান্ত সকল অনুসন্ধানঃ

মিঃ ওমর শরীফ
ফোনঃ ০৩১-২৮৫৪৯৮০
ফ্যাক্স ঃ ০৩১-২৮৫৪৯৮৮
ইমেইলঃ Omar.Shareef@auw.edu.bd

Gwkqvb BDwbfwmwU di DB‡gb, PÆMv‡gi bZb Wxb wn‡m‡e h³iv‡ói eW K‡j‡Ri K¨v_wjb wBD‡qU w¯§‡_i Ges n¨wgjUb K‡j‡Ri wRwb M¨v‡i‡Ui g‡bvbqb jvf

চট্টগ্রাম - ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১২- আজ এশিয়ান ইউনিভারসিটি ফর উইমেন ডঃ ক্যাথলিন হিউয়েট- স্মিথকে আর্টর্স, হিউম্যানিটিজ এবং সোস্যাল সায়েন্স অনুষদের এবং ডঃ জিনি এম. গ্যারেটকে লাইস সায়েন্স অনুষদের ডীন হিসেবে নিয়োগের ঘোষনা দিয়েছে। ম্যাথমেটিক্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন হিসেবে ডঃ অশোক কুমার কেশরী এর নামও ঘোষিত হয়েছে। ডঃ হিউয়েট-স্মিথ বর্তমানে নিউইয়র্কের বার্ড কলেজে ইন্টারন্যাশনাল লিবারাল আর্টস অনুষদের অ্যাসোসিয়েট ডীন হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। অপরদিকে ডঃ গ্যারেটও নিউইয়র্কে অবস্থিত হ্যামিলটন কলেজে দীর্ঘদিন যাবৎ বায়োলোজিতে অধ্যাপনা করছেন। ডঃ হিউয়েট-স্মিথ এবং ডঃ গ্যারেট উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ভারতীয় নাগরিক ডঃ কেশরী দুই বছর আগে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে যোগদান করেছেন। ইতোপূর্বে তিনি দিল্লীতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজিতে ফ্যাকাল্টি হিসেবে প্রায় ২০ বছর কর্মরত ছিলেন।

Wt K¨v_wjb wnD‡qU- w¯§_

আর্টর্স হিউম্যানিটিজ এবং সোস্যাল সায়েন্স অনুষদের ডীন হিসেবে ডঃ হিউয়েট-স্মিথ যে বিষয়গুলোর তত্বাবধান করবেন সেগুলো হলো- ১. পলিটিক্স, ফিলোসফি এন্ড ইকোনমিক্স ২. এশিয়ান স্টাডিজ। সেই সাথে তিনি এইউডব্লিউ এর অনন্য কর্মসূচী- এক বছর মেয়াদী একসেস একাডেমীর প্রি-কলেজিয়েট প্রোগ্রামের তত্বাবধানের দায়িত্বও পালন করবেন। একসেস একাডেমী মূলতঃ আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে ভর্তির জন্য আগত ছাত্রীদের

ইংরেজী, গণিত, কম্পিউটার ও সাধারন শিক্ষায় দক্ষতা দানের মাধ্যমে ভর্তির উপযোগি করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে ।

ডঃ হিউয়েট-স্মিথ আগামী মার্চে চট্টগ্রাম আসবেন। এইউডব্লিউতে নিয়োগের প্রস্তাবনা গ্রহণ করে তিনি মন্তব্য করেন,” এইউডব্লিউ আমাকে এভাবে উচ্চ আশাবাদী করেছে যে, লিবারাল আর্টসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের যথোপযুক্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিকতর মানবিকতা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব সৃজনে আমি অবদান রাখতে পারব এবং বিশ্ব পরিমন্ডলের ব্যপক পরিসরে এ শিক্ষাকে সহজলভ্য করে তুলব। এইউডব্লিউ এর ছাত্রীরা চৌকষ এবং অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল । এ প্রতিষ্ঠানের ফ্যাকাল্টিগণ মেধাবী এবং উদ্যমী। এখানে কর্মরত সকল স্টাফ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল। আমার মনে হয়, সকলেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এ ইউনিভার্সিটিকে সেরা বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রতিপন্ন করা। এ রকম একটা সাড়া জাগানো নবীন বিদ্যাপীঠের একাডেমিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ লাভ করে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি ”

ক্যাথলিন হিউয়েট- স্মিথ যিনি নিউইয়োর্কের বার্ড কলেজ থেকে এ ইউ ডব্লিউ তে আসছেন, সেখানে তিনি ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অ্যাসোসিয়েট ডীন এবং ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল লিবারাল এজুকেশনের অ্যাসোসিয়েট ডাইরেকটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানে দায়িত্ব পালনকালে ডঃ হিউয়েট- স্মিথ রাশিয়া, আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, কিরগিজিস্তান, জার্মানী এবং হাঙ্গেরীতে বার্ডের কলাবোরেটিভ ইন্টারন্যাশনাল লিবারাল এডুকেশন প্রজেক্টের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। বার্ড কলেজে লিবারাল ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ প্রোগ্রামের বিকাশও তিনি তত্বাবধান করতেন।

এশিয়ান এবং মধ্যযুগীয় ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উভয় বিষয়ে ডঃ হিউয়েট- স্মিথের গবেষনা ও শিক্ষাদানের আগ্রহ এডউইডব্লিউতে একটি পরিপূর্ণ ও ভিন্নমাত্রিক একাডেমিক এবং প্রশাসনিক পটভূমির সৃষ্টি করবে। তিনি বাউল্ডারের কলোরোডো ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স সহ বিএ এবং আরভাইনের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ এবং সাহিত্য ও সাহিত্যতত্বে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মধ্যযুগীয় কবি উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড এর উপরে লেখা প্রবন্ধসম্বলিত গ্রন্থের প্রণেতা। এ ছাড়াও তাঁর লেখা মধ্যযুগীয় মরমীবাদ থেকে শুরু করে বিশ্বায়ন ও এশিয়ান মেগা সিটিজ এর বিকাশ পর্যন্ত নানান বিষয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন ও আর্টিকেল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে পুরুস্কার প্রাপ্ত ডঃ হিউয়েট-স্মিথ বর্তমানে দক্ষিণ এশীয় ও আফ্রিকান ইংরেজী সাহিত্যে গুরুত্বারোপ করে সুদীর্ঘ উপনীবেশোত্তর উপন্যাসসমূহের উপর গবেষণা করছেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত কিছু দল নিয়ে গবেষণামূলক কাজের অংশ হিসেবে চীন এবং ভারত সফর করেন।

ডঃ হিউয়েট-স্মিথের স্বামী মিঃ স্টান স্মিথও এ ইউনিভার্সিটিতে অফিস অব দ্য সিভিক এনগেজমেন্ট এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

Asian University for Women
20/A M.M. Ali Road, Chittagong – 4000, Bangladesh, Tel: +880-31-2854980 |
Fax: +880-31-2854988, Website: www.asian-university.org

ASIAN UNIVERSITY FOR WOMEN

Wt wRwb Gg. M¨v‡iU

লাইফ সায়েন্সের ডীন হিসেবে ডঃ জিনি গ্যারেট এইউডব্লিউ এর বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এবং পাবলিক হেলথ বিষয়ের আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামসমূহ তত্ত্বাবধান করবেন। তিনি উক্ত বিষয়দুটিতে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগারের উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও গবেষণা উপকরনের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। " সমগ্র এশিয়ার দেশগুলো হতে আগত নারীদের লিবারাল আর্টস বিষয়ে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের উন্নতমানের শিক্ষা দানের মিশনটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি এই ভেবে পুলকিত যে, এইউডব্লিউ'র অনন্য এ মিশনে আমিও অবদান রাখতে পারব। ২১ শতকের বৈশ্বিক সমাজের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হওয়ার সারকথা হলো বিজ্ঞান শিক্ষা ও সুচিন্তিত বিচক্ষনতার ক্ষেত্রে মজবুত ভিত্তি তৈরী করা। আমার বিশ্বাস, এইউডব্লিউ সৃজনশীলতার আলোকে এবং এর ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের চাহিদামাফিক যুগোপযোগি নবধারার শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনন্য অবস্থানে রয়েছে । আমি এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমোবিকাশের অংশীদার হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। " এ ইউ ডব্লিউতে লাইফ সায়েন্সের ডীন হিসেবে যোগদান নিশ্চিত হওয়ার প্রাক্কালে ডঃ জিনি গ্যারেট এ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

ডঃ গ্যারেট কানাডার অন্তরিওতে অবস্থিত ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রিতে এম এস সি এবং আমেরিকার টেক্সাসে অবস্থিত এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি থেকে বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োফিজিক্স বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী থেকে মলিকিউলার জেনেটিকসে পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণা সম্পন্ন করে তিনি নিউইয়র্কের হ্যামিলটন কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৮৬ সাল থেকে সেখানে ডিপার্টমেন্ট অব বায়োলোজিতে একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি ঈস্ট মলিকিউলার জেনেটিকস্ বিষয়ে এবং মেটাজেনোমিকস্ ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ হতে সংগ্রিহীত নমূনার উপর মাইক্রোবায়াল কমপোজিশন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁর রচিত ২০টিরও অধিক বিজ্ঞান বিষয়ক আর্টিকেল বিভিন্ন খ্যাতনামা জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং তিনি তাঁর গবেষণা কার্যমের জন্য বিভিন্ন প্রাইভেট এমন কি ন্যাশনাল ইনস্টিটউট অব হেলথ এবং ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন থেকে গবেষনা অনুদান লাভ করেন। জেনেটিক এডুকেশন এবং সমাজে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ডঃ গ্যারেটের রয়েছে প্রবল আগ্রহ। জেনেটিকস এডুকেশনের পরিসর সম্প্রসারনের লক্ষ্যে নৈতিক, আইনগত, বিজ্ঞানের সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বিষয়াদি এমন কি যোগাযোগ বিজ্ঞানের কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করণের উপর আলোকপাত করে তাঁর মূল্যবান লেখাও প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমানে প্রেইজার পাবলিশিং এ উইমেন্স' ক্যানসার নামক গ্রন্থের দুটি খন্ডের সহ-সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি আমেরিকান উইমেন'স ইন সায়েন্স (এডুকেশন কমিটি), জেনেটিকস্ সোসাইটি অব আমেরিকা, জেনেটিকস্ এন্ড সোসাইটি ইনস্টিটিউট, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য স্টাডি অব হিস্ট্রি এবং ফিলোসফি এন্ড সোস্যাল স্টাডিজ অব বায়োলজি সহ বহুসংখ্যক প্রফেশনাল সোসাইটির সদস্যা। তিনি হ্যামিলটন কলেজে সোস্যাল জাষ্টিস প্রোজেক্টে ডিরেক্টর হিসেবে এবং পোস ফাউন্ডেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার স্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক এবং প্রতিশ্রুতিশীল।

ডঃ গ্যারেট আগামী জুলাই মাসে এইউডব্লিউতে যোগদান করবেন এবং এখানে কর্মকালে তিনি হ্যামিলটন থেকে ছুটিতে থাকবেন। তাঁর কন্যা মিস্ কোরিনও এইউডব্লিউতে ভিজিটিং ফ্রেসম্যান হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছেন।

DcvPvh AbmÜvb

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের ট্রাষ্টিবোর্ড কর্তৃক গঠিত ইন্টারন্যাশনাল সার্চ কমিটি ইতোমধ্যেই স্থায়ী উপাচার্য অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। উপাচায সার্চ কমিটিতে কো-চেয়ার হিসেবে রয়েছেন এইউডব্লিউ এর চ্যান্সেলর মিসেস শেরী ব্লেয়ার এবং এ ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ বোর্ড অব এ্যডভাইজারের চেয়ারপার্সন ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ দীপু মনি। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন, ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মিঃ কামাল আহমাদ, কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েষ্টার্ন অন্তারিও এর প্রেসিডেন্ট ডঃ অমিত চাকমা, আমেরিকার ব্রায়ান মাওর কলেজের প্রেসিডেন্ট ডঃ জেন ম্যাকওলিফ, ভারতের লেডি শ্রীরাম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মিনাক্ষী গোপীনাথ, আমেরিকার বোষ্টন কলেজের ভূতপূর্ব প্রোভষ্ট এবং এন্টারপ্রিনরশীপের অধ্যাপক প্রফেসর প্যাট্রিসিয়া গ্রীন এবং এইউডব্লিউ এর সাহিত্যের অধ্যাপক প্রফেসর সংগীতা রায়ামাঝি। আগামী ২ মে, ২০১২ তারিখে অনুষ্টিতব্য ট্রাষ্টি বোর্ডের সভায় উপাচার্যের নাম ঘোষিত হতে পারে বলে আশা করা যায়।

Gwkqvb BDwbfwmwU di DB‡gb m¤ú‡K wKQ K_v

নেতৃত্ব বিকাশের দুর্গমপথ অতিক্রান্তের, অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের দৃঢ় প্রত্যয়ে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন চট্টগ্রামে অবস্থিত। এ ইউনিভার্সিটি দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্য এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন সাংকৃতিক, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমির সম্ভাবনাময় তারুন্যোদীপ্ত নারীদের শিক্ষাদান করে থাকে। এ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির এবং শরনার্থীদের বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। ইউনিভার্সিটির মিশন হলো- লিবারাল আর্টস, সায়েন্স ,পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষন, প্রগতিশীল চেতনা এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নেতৃত্বের ধারনা সম্বলিত একটি নবধারার যুগোপযোগি পাঠক্রমের মাধ্যমে সমাজের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উচুঁমানের সক্ষমতা দানের এবং সুপ্ত উদ্যমের বিকাশের লক্ষ্যে নারী সমাজকে প্রস্তুত করা। এ ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি সংস্থা, যার নাম এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন সাপোর্ট ফাউন্ডেশন(এ ইউ ডব্লিউ এস এফ),অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। ïïï.ধংরধহ-ঁহরাবৎংরঃু.ড়ৎম